পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)

প্রাতিষ্ঠানিক

এবং

আইনি কাঠামো

পৌরসভাসমূহ

অক্টোবর ২০১৭

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)
প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো

প্রকাশক
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগীতায়
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ১ মিন্টো রোড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৭

প্রস্তুতকরণ
স্থানীয় সরকার বিভাগ নিযুক্ত কার্যকর কমিটি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রকাশনাটি আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে যেকোনো মাধ্যমে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম)

প্রাতিষ্ঠানিক

এবং

আইনি কাঠামো

পৌরসভাসমূহ

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, সম্প্রতি স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ) কর্তৃক বাংলাদেশের পানি ও পয়ঃনিষ্কান সেক্টর সহায়ক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন'। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ-এফএসএম) আমাদের জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মযজ্ঞে খুবই সহায়ক হবে।

আমি বিশ্বাস করি, আইআরএফ-এফএসএম জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রগতি প্রসারে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির সাথে নিবিড়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। একইসাথে উল্লেখ্য, এই কাঠামোর প্রণয়ন ও সঠিক প্রয়োগ নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি-৬) অর্জনে বাংলাদেশের সার্বিক প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও দৃশ্যমান ধাপ।

উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের বিপরীতে পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নত ব্যবস্থাপনা গ্রহণে গত কয়েক দশক ধরে আমরা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি; এখন প্রয়োজন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনাকে আরো সংহত ও কার্যকর করা। পরবর্তী পর্যায়ে কার্য সম্পাদনে আলোচ্য আইআরএফ-এফএসএম আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা রাখবে। আইআরএফ-এফএসএম এর সময়োচিত ও কার্যকরী বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি।

এই কাঠামো প্রস্তুতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই; একইসাথে আইআরএফ-এর সার্বিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। উল্লেখ্য যে, কাঠামোটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য-৬ অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ভূমিকা সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প বাস্তবায়নে আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আমি আশা করি আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন অংশীদারগণ, সুশীল সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে আইআরএফ-এফএসএম এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবেন, এবং সকলের জন্য নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশকে সহায়তা করবেন। এই মূল্যবান আইআরএফ-এফএসএম এর সফল বাস্তবায়নে আমি প্রভুত আশাবাদী।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ যথার্থই বিস্ময় সৃষ্টিকারী এক ভূখন্ড। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে আমরা ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছি। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও সচল অর্থনীতি গঠনে সাফল্যস্বরূপ আমাদের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি রয়েছে। সম্প্রতি আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছি, যা আমাদের জাতীয় ব্যুৎপত্তি ও সরকারি দক্ষতার পরিচায়ক। জাতীয় উন্নয়নে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ও তৃণমূল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ এটা সম্ভবপর হয়েছে।

পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা ও সঙ্কট অতিক্রমে আমাদের সাফল্য হচ্ছে এরকম উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ। যেখানে ১৯৯০ সালে দেশের জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩৪% উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগে অভ্যস্ত ছিল, সেখানে বর্তমানে তা ১%এর নীচে। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও আমাদের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এমন অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের আবারও এরকম সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণের সময় এসেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা দেশে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অভ্যাস প্রায় বন্ধ করতে পেরেছি, কিন্তু পরিবেশে অনিয়মিত পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে আমাদের সকল অর্জন এখন হুমকির মুখে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুতকৃত এই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি (আইআরএফ-এফএসএম) আবর্জনার যথাযথ ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তিকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ (ডিপিএইচই), পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসাসমূহ), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নগর কর্তৃপক্ষদের কর্মসম্পাদনে নির্দেশনা স্বরূপ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আমরা ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এসডিজি) অন্তর্ভূক্ত অভীষ্ঠ লক্ষ্য ৬ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি, যেখানে সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সরকারের ভিশন ২০২১ ও সার্বজনীন পয়ঃনিষ্কাশনের সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি বিশ্বাস করি, আইআরএফ-এফএসএম এই সকল মাইলফলক অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই আইনি কাঠামোটি (IRF) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকান্ড সম্পাদনে সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ) সহ স্থানীয় সরকার বিভাগের আমার সকল সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইআরএফ প্রস্তুত ও জাতির নিকট উপস্থাপনের কষ্টসাধ্য কাজ সম্পাদনে বিরামহীন প্রচেষ্টা গ্রহণে সম্পৃক্ত পলিসি সাপোর্ট ইউনিটে (পিএসইউ) কর্মরত আমার সহকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আইআরএফ প্রস্তুতি ও এর বিতরণে পলিসি সাপোর্ট ইউনিটের (পিএসইউ) প্রকল্প পরিচালক তার মূল্যবান সহযোগিতা ও নিষ্ঠা দিয়ে এ ব্যাপারে অমূল্য অবদান রেখেছেন।

অবশেষে, আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় আইআরএফ কাঠামোটির কার্যকরী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে এই প্রত্যাশায় আমি ইহা সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিমিত্তে উপস্থাপন করলাম।

আব্দুল মালেক

অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অনুক্রমণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সন্তুষ্ট। বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে সম্প্রতি খোলা স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস প্রায় দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অভুতপূর্ব মাইলফলক অর্জন করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ৬.২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বের পয়ঃব্যবস্থা শুধুমাত্র শৌচাগারের ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়।

মলমূত্রের নিরাপদ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার একটি সুলভ, টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী কারিগরি সমাধান হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বৈশ্বিক পয়ঃনিষ্কাশন চ্যালেঞ্জ, বিশেষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ ৬.২ অর্জনে নিরাপদ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।

স্থানিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা ও উক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাসমূহ এবং পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ নর্দমা নেটওয়ার্ক ও এফএসএম সেবার যৌথ প্রয়াসে সুবিধাপ্রাপ্ত সম্ভাব্য এলাকাসমূহ এই সাংগঠনিক ও আইনি কাঠামোর কার্যক্রমের আওতায় আসবে। আইআরএফ-এর চারটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র রয়েছে: মেগাসিটি ঢাকা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং পল্লী এলাকা। এই কাঠামোর প্রতিটি অংশে এফএসএম সেবা বাস্তবায়নের উপায় ও কর্মপন্থা এবং বিভিন্ন সংগঠন ও কর্তৃপক্ষের নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী চিহ্নিত করে। এই কাঠামোতে নির্দেশিত সাংগঠনিক ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী দেশের বিদ্যমান আইন ও নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিজেদের চলমান কাজের অংশ হিসেবে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনা করার জন্য স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়।

আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), ডিপিএইচই, ওয়াসাসমূহ, ইউনিসেফ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীসহ এই সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো প্রস্তুত করতে তাদের মূল্যবান পরামর্শ, মতামত ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকর্মীদেরকে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য। এছাড়াও আইটিএন-বুয়েটকে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে আইআরএফ প্রস্তুতিতে এবং ইউনিসেফকে আইআরএফ প্রকাশনায় সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে আমি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো চূড়ান্তকরণে অপরিমেয় প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিটকে সাধুবাদ জানাই। আমি সর্বাত্মক আশাবাদী যে আইআরএফ-এফএসএম এসডিজি ৬.২ অর্জনের এবং এফএসএম-এর অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গতিশীল ভূমিকা রাখবে।

নাসরিন আখতার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ফোরামের ষোড়শ বৈঠকে আইটিএন-বুয়েটের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (বর্তমান পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা) প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে 'পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো' (আইআরএফ-এফএসএম) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, আইআরএফ-এফএসএম গঠনে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) কর্তৃক একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। সেই থেকে, আইটিএন-বুয়েট জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞ মতামত সন্নিবেশকরণ এবং জনগণকে এফএসএম সেবা দানের সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য দেশের পয়ঃনিষ্কাশন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীবৃন্দ ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কার্যক্রম শুরু করে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোটি আমাদের দেশে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করার বিষয়কে মূলে রেখে গঠন করা হয়েছে, যা এস ডি জি ৬.২-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অবস্থানভেদে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, পল্লী এলাকা এবং মেগাসিটি ঢাকার ভিন্নতর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এফএসএম সেবা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্ব বিন্যাসে আইআরএফ-এফএসএমকে বহুমাত্রিক অবয়ব ও কর্মপদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টা এলজিডি'র পলিসি সাপোর্ট ইউনিট (পিএসইউ)-এর উদ্যোগ ব্যতীত সম্পন্ন হতো না; তাদের এই আন্তরিক উদ্যম ও সহায়তার জন্য পলিসি সাপোর্ট ইউনিট-এর প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মহসীন এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই কাঠামো বিনির্মাণে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও ওয়ার্কিং কমিটির কো-চেয়ার (ফোকাল পার্সন) ড. মোঃ মুজিবুর রহমানের অবদান ও নিবিড় সংশ্লিষ্টতা আইটিএন-বুয়েট কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে। ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ শাখা প্রধানের অবদানের গুরুত্বও আইটিএন-বুয়েট এর নিকট অপরিসীম। এই বিষয়ে বদান্যতা ও প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন এবং শুরু থেকেই কুশলী দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমরা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব আবদুল মালেকের প্রতিও কৃতজ্ঞ। সদয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য এলজিডির অতিরিক্ত সচিব, মিস নাসরিন আখতারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ।

উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ, বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এবং স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞবৃন্দের কাছে তাঁদের মূল্যবান সময়, বিশেষ দক্ষতা, পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে এই কাঠামো প্রণয়নে অবদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকার চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ, যারা আইআরএফ-এফএসএম সম্পর্কিত একাধিক সভায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। আইআরএফ এর বাংলা অনুবাদে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

সবশেষে, আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো সেই সব পয়ঃনিষ্কাশন কর্মীদের প্রতি, যারা এই কাঠামো সম্পন্নকরণে তাঁদের অমূল্য বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে বিনিময় করেছেন।

আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, আইআরএফ-এফএসএম বাস্তবায়ন বাংলাদেশের পয়ঃনিষ্কাশন চিত্রের উন্নতি ঘটাবে এবং এই অঞ্চলের পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশকে অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী
প্রফেসর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং
ডিরেক্টর, আইটিএন-বুয়েট

সূচিপত্র

অধ্যায় ১:	**পটভূমি**	**১**
অধ্যায় ২:	**পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পরিধি**	**২**
অধ্যায় ৩:	**অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ**	**৩**
অধ্যায় ৪:	**প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন**	**৫**
	৪.১ বিদ্যমান আইন, বিধান ও প্রবিধানের ধারণা	৫
	৪.২ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ	৫
	৪.৩ মাঠ পর্যায়ে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণে "পরিবেশ পুলিশ"	৯
	৪.৪ দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা	৯
	৪.৫ সচেতনতা বৃদ্ধি	১০
	৪.৬ কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা	১০
অধ্যায় ৫:	**পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আর্থিক দিক**	**১১**
	৫.১ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার খরচ	১১
	৫.২ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার প্রস্তাবিত তহবিল প্রবাহ	১১

শব্দসংক্ষেপ তালিকা

এআইটি	এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
বিএআরসি	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিল
বিএআরআই	বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
বিএনবিসি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড
বুয়েট	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সিবিও	কমিউনিটি বেজড্ অর্গানাইজেশন
সিটিও	কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন অপারেটর
ডিএই	ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন
ডিওই	ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট
ডিপিএইচই	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিএসসিসি	ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন
ডিওয়াসা	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি
এফএসএম	ফিকেল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট
জিওবি	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
আইসিডিডিআর,বি	ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডাইরিয়াল ডিজিজ অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
আইইডিসিআর	ইনস্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ
আই/এনজিও	ইন্টারন্যাশনাল/নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
আইটিএন	ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক সেন্টার
আইডব্লিউএমআই	ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট
জেএমপি	জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম
এলজিডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ডিভিশন
এলজিইডি	লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
এমওএ	মিনিস্ট্রি অব এগ্রিকালচার
এমওইএফ	মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট
এমওএইচএ	মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স
এমওএলজিআরডিএন্ডসি	মিনিস্ট্রি অব লোকাল গভর্নমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেটিভস্
এনএফডাব্লিউএসএস	ন্যাশনাল ফোরাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
এনজিও	নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
টিএফও	ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস অপারেটর
ডব্লিউইডিসি	ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, লফবোরাও ইউনিভার্সিটি

শর্তাবলি ও সংজ্ঞা

পয়ঃবর্জ্য: সব ধরনের অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যেমন: সেপটিক ট্যাংক, একুয়া প্রিভি, পিট ল্যাট্রিন, কমিউনিটি মাল্টিপ্যাল পিট সিস্টেম ইত্যাদি থেকে অপসারণকৃত বর্জ্য।

সেপটেজ: পয়ঃবর্জ্য, যা সেপটিক ট্যাংকে জমা হয়।

স্যুয়েজ স্লাজ: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বর্জ্য তৈরি হয়। শিল্পকারখানার বর্জ্য পানি মিশ্রিত থাকায় স্যুয়েজ স্লাজ গৃহস্থ ল্যাট্রিন থেকে সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্যের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে।

সেপটিক ট্যাংক: একটি জলনিরোধী, বহু প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং সাধারণত মাটির নিচে তৈরিকৃত আধার, যেখানে বাসাবাড়ির বা অন্য ভবন থেকে নির্গত পয়ঃবর্জ্য জমা হয়। এটি মূলত পয়ঃবর্জ্যের কঠিন দ্রব্য পৃথক ও মজুত করে এবং পয়ঃবর্জ্যের জৈব অংশকে আংশিক শোধন করে।

অনসাইট স্যানিটেশন সিস্টেম: স্যানিটেশন অবকাঠামো যা গৃহস্থালি চত্বর থেকে মানুষের পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, মজুত এবং অপসারণ করার জন্য নির্মিত হয় এবং যার মধ্যে রয়েছে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন।

বর্জ্য অপসারণ: একটি প্রক্রিয়া, যা সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন অথবা বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে জমাকৃত স্লাজ/সেপটেজ অপসারণ করাকে বোঝায়।

গৃহস্থালি স্যুয়েজ: অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য সংবলিত পানি, যা আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উৎস থেকে আসে। গৃহস্থালির বর্জ্য পানিতে শিল্পকারখানার অথবা অন্য ক্ষতিকর বর্জ্যের মিশ্রণ থাকে না।

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বর্জ্যপানি একটি পাইপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করে পরিশোধনাগার পর্যন্ত বহন করা হয় এবং পরিশোধনের পরে পরিশোধিত পানি নিষ্কাশন করা হয়। এর মধ্যে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং বর্জ্য পাম্প করার মতো সকল অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: এটি সেপটেজ ব্যবস্থাপনা নামেও পরিচিত। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন এবং বর্জ্যপানি পরিশোধনাগার থেকে সৃষ্ট বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন এবং অপসারণের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বায়োসলিডস্: সাধারণত পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য অথবা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে পরিশোধিত বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে বায়োসলিডস্। সাধারণত বায়োসলিডসে নিঃশেষিত জৈব উপাদান এবং মৃত অনুজীব থাকে, যা জৈবসার বা মাটির কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অধ্যায় ১

পটভূমি

পৌরসভা

বাংলাদেশে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা (এফএসএম) সেবা না থাকায় সারাদেশে বিশেষত শহর এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ঢাকা শহরের কিছু সীমিত এলাকা ব্যতীত দেশের সর্বত্র অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিদ্যমান। ফলে সেপটিক ট্যাংক ও পিট ল্যাট্রিন (সাধারণ পিট ল্যাট্রিন/পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন) সমূহে প্রচুর পরিমাণ পয়ঃবর্জ্য জমা হয়, যার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে অনসাইট স্যানিটেশনসহ এফএসএম সেবা প্রবাহ (বর্জ্য সংগ্রহ করা থেকে পরিশোধন, অপসারণ করা পর্যন্ত) অন্তর্ভুক্ত, যা ১ নম্বর চিত্রে দেখানো হলো। অধিকাংশ পৌরসভাগুলোতে সেপটিক ট্যাংক পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিনের প্রাধান্য দেখা যায়। তবে, বেশিরভাগ পৌরসভাতেই কার্যকর এফএসএম পদ্ধতি না থাকায় এবং মনিটরিংয়ের অভাবে ল্যাট্রিনের পয়ঃবর্জ্য সরাসরি ড্রেন, নালা বা খোলা স্থানে ফেলা হয়ে থাকে। পৌরসভাগুলোতে অনসাইট স্যানিটেশন পদ্ধতির নকশা, স্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত নিম্নমানের হয়। সচরাচর, ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনা না করে এবং কতদিন পর পর পরিষ্কার করা হবে তা নকশায় উল্লেখ না করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাজমিস্ত্রির মাধ্যমে সেপটিক ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। সেপটিক ট্যাংকে যথাযথভাবে ইনলেট এবং আউটলেট ডিভাইস (যেমন: T) যুক্ত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্যপানি অপসারণ করার জন্য সোক পিট থাকে না। যদিও যথাযথভাবে বানানো দুই পিট বিশিষ্ট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই উপযোগী, তবে সচেতনতার অভাবে এই প্রযুক্তি ব্যাপক পরিসরে ব্যবহার করা হয় না।

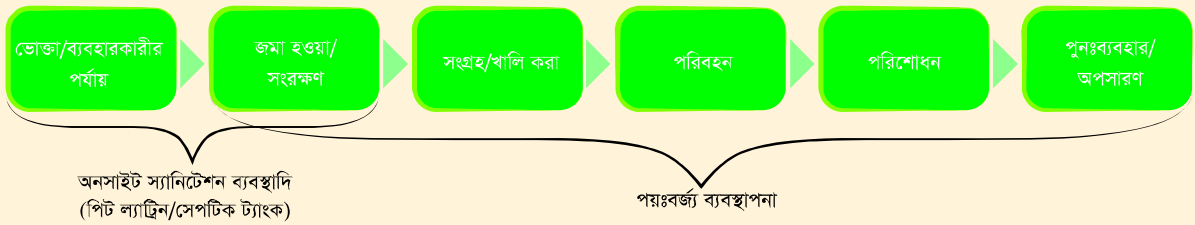

চিত্র ১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদানসমূহ

পিট বা সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো সময়সূচি অনুসরণ করা হয় না। পিট বা সেপটিক ট্যাংক যখন ভরে উপচে পড়ে তখন সনাতন পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ বা খালি করা হয়। যদিও কোনো কোনো পৌরসভায় সীমিত আকারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ বা খালি করার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য অপসারণ করাই সাধারণ চিত্র। পিট বা সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃবর্জ্য সম্পূর্ণভাবে বা কার্যকরভাবে অপসারণ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রক্রিয়ায় (সনাতন ও যান্ত্রিক দুই পদ্ধতিতেই) অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। সেপটিক ট্যাংক ও পিটের অবস্থান ও কাঠামো প্রায়শই ত্রুটিপূর্ণভাবে করা হয়। সেখান থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্কাশন করা সহজ হয় না। ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে যারা সেপটিক ট্যাংক/ পিট খালি করে তাদের পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি একটি অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য সচরাচর কাছাকাছি কোনো খোলা ড্রেন, নালা অথবা জলধারে ফেলা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় এবং নজরদারি ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক সময় পরিশোধনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য সঠিকভাবে পরিশোধিত হয় না। বর্তমানে সীমিত সংখ্যক পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা আছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলোতেই রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা আছে। জমির অধিক মূল্য, জমি না পাওয়া, অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের অত্যধিক খরচ, দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে পৌরসভাগুলো পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সম্মুখীন হয়।

জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের সুরক্ষার জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতার অভাব রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পৌরসভাগুলোতে সম্পদ ও প্রশিক্ষিত জনবল - উভয়েরই অভাব রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভার জনবল কাঠামোতে আলাদা কোনো শাখা বা বিভাগ নেই। পাশাপাশি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবসায়িক মডেল না থাকায় পৌরসভাগুলো নানা অসুবিধায় ভুগছে। বেশিরভাগ পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার মৌলিক অবকাঠামো (যেমন: পরিশোধনাগার, পয়ঃবর্জ্য অপসারণের যান্ত্রিক উপকরণ ইত্যাদি) না থাকায় এই সেবা দেয়া এবং তা টেকসই করা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভাগুলো পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তথাপি জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানে সকল স্টেকহোল্ডারদের (যেমন: সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম) সম্পৃক্ততা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন।

অধ্যায় ২

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য ও পরিধি

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো পৌরসভাকে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা। বিশেষভাবে, এই কাঠামোর মাধ্যমে:

(ক) পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের উপায় ও মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করা; এবং

(খ) কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্টেকহোল্ডার বিশেষত পৌরসভার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করা।

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এই কাঠামোতে প্রধানত স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ (সংশোধিত ২০১০)-এর উপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা সকল পৌরসভার ভূমিকা ও দায়িত্ব বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করে। তবে, প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ/পৌরসভা এই কাঠামোর আওতায় প্রয়োজনীয় বিধি/প্রবিধান/উপ-আইন (পৌরসভা আইন ২০০৯ কাঠামোর মধ্যে থেকে) তৈরি করতে পারবে।

শুধুমাত্র অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ এই এফএসএম কাঠামোর আওতাভুক্ত হবে। যদি কোনো পৌরসভায় বা পৌরসভার কোনো অংশে স্যুয়ারেজ সিস্টেম চালু করা হয়, তা হলে এই কাঠামো পৌরসভার ঐ অংশের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে, পৌরসভায় বা এর কোনো অংশে যদি Small bore sewerage system (SBS) চালু হয়, তাহলে SBS সিস্টেম এর আওতাভুক্ত এলাকাসমূহ এই এফএসএম কাঠামোর আওতাধীনই থাকবে।

অধ্যায় ৩

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

কার্যকর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। কার্যকর, নিরাপদ ও টেকসই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান আঞ্চলিক অবস্থা, দক্ষতা, সামর্থ্য ও অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেহেতু সমগ্র এফএসএম সেবা ব্যবস্থার উপাদানসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় থাকা জরুরি।

উপরে বর্ণিত বিষয়ের আলোকে পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন, অনুশীলন, মনিটরিং ও মূল্যায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নিচের প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

(ক) **মন্ত্রণালয়সমূহ:** পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামোটি অনুমোদন করা; তহবিল নিশ্চিত করা; সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান; আইন, নীতিমালা, কৌশল এবং নির্দেশনাসমূহের প্রয়োগ নিশ্চিত করা; পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন, এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম (এনএফডাব্লিউএসএস)-এর মাধ্যমে যথাযথ পরিবীক্ষণ করা।

- স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়: **নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়**
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- কৃষি মন্ত্রণালয়
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- তথ্য মন্ত্রণালয়
- বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
- রেলপথ মন্ত্রণালয়
- ভূমি মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং লাইন এজেন্সিসমূহ:** সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।

- পৌরসভা- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ও সার্বিক দায়িত্ব
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর - সহযোগী ভূমিকা
- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - সহযোগী ভূমিকা

(গ) **দক্ষতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** এফএসএম সেবা প্রবাহের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের (যেমন: সার) গুণগতমানের নিশ্চয়তার জন্য গবেষণা সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ
- আইটিএন-বুয়েট, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
- বিএআরআই, বিআরআরআই, বিএআরসি, এসডিআরআই, আইইডিসিআর, আইসিডিডিআর, বি
- আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন: সেনডেক, ইএডাব্লিউএজি, ওয়েডেক, এআইটি, আইএইচই, আইডাব্লিউএমআই)
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
- উন্নয়ন সহযোগী
- আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ (I/NGO)
- প্রাইভেট সেক্টর

ঘ) **সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযানে সহায়তা প্রদান, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, এফএসএম ব্যবসার বিভিন্ন মডেল উপস্থাপন, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, কারিগরি সহায়তা প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা এবং তহবিল প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ
- বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
- উন্নয়ন সহযোগী
- আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারী সংস্থা (I/NGO)
- সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO)
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- গণমাধ্যম (মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
- প্রাইভেট সেক্টর

অধ্যায় ৪

প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বণ্টন

অনুচ্ছেদ ৪.১: বিদ্যমান আইন, বিধান ও প্রবিধানের ধারণা

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ (সংশোধিত ২০১০) (যা 'পৌরসভা আইন ২০০৯' বলে বিবেচিত)-এর ৫০ ধারার ২ উপধারা মোতাবেক অন্যান্য বিষয়ের সাথে পৌরসভার দায়িত্ব হবে পৌর সীমানার মধ্যে (ক) আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ; (খ) পানি ও স্যানিটেশন এবং (গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ২ মোতাবেক, যেখানে পৌরসভার বিস্তারিত কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করা আছে, "*পৌরসভা এর সীমানা এলাকায় অবস্থিত সকল জনপথ, পাবলিক টয়লেট, প্রস্রাবখানা, নর্দমা এবং পৌর এলাকার সকল বসতবাড়ি/ভবন বা অর্পিত বা পতিত ভূমি হতে আবর্জনা সংগ্রহ এবং অপসারণ করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে*"। পৌরসভা পাবলিক টয়লেটের দায়িত্বেও থাকবে এবং পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ২ মোতাবেক "*প্রতিটি পৌরসভা মহিলা ও পুরুষদের ব্যবহারের জন্য যথাযথ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পাবলিক টয়লেট ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করবে এবং এগুলো ব্যবহার উপযোগী ও সচল রাখার জন্য যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করবে*"।

যদিও পৌরসভা আইন ২০০৯-এ "ফিকাল স্লাজ" কথাটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই (কারণ সে সময়ে এই কথাটির ব্যাপক প্রচলন ছিল না) তথাপি এটা পরিষ্কার যে, ফিকাল স্লাজ বা পয়ঃবর্জ্য (পৌরসভা আইন অনুযায়ী পাবলিক টয়লেট ও প্রস্রাবখানা, নর্দমা এবং সমস্ত দালানকোঠা ও ভূমিতে জমাকৃত ময়লা) ব্যবস্থাপনার কাজটি পৌরসভার দায়িত্বে বর্তায়।

এটা স্পষ্ট যে, পৌরসভা এসব দায়িত্ব পৌরসভা আইন ২০০৯-এর বিধি মোতাবেক সম্পাদন করবে। পয়ঃবর্জ্য যথাযথ ব্যবস্থাপনায় যদি পৌরসভা প্রয়োজন মনে করে, তাহলে পৌরসভা আইন ২০০৯-এ বর্ণিত তফসিল ৬, ৭ এবং ৮ মোতাবেক প্রয়োজনীয় "বিধি", "প্রবিধি" এবং "উপ-আইন" তৈরি করতে পারবে।

উদাহরণ স্বরূপ, পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ৮ মোতাবেক পৌরসভা বিভিন্ন বিষয়ের ন্যায় উপ-আইন বা প্রবিধান তৈরি করতে পারবে, যেমন: "*স্বাস্থ্য পদ্ধতি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি ও খানা পরিদর্শন; বাড়ির মালিক কর্তৃক ময়লা-আবর্জনা অপসারণ ও পরিষ্কার করা; সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন টয়লেট ও প্রস্রাবখানা রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন করা; জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সুইপারদের লাইসেন্স প্রদান করা*"।

অনুচ্ছেদ ৪.২: প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার সামগ্রিক দায়িত্বসমূহ

১. পৌরসভা আইন ২০০৯-এর বিধি মোতাবেক, পৌরসভা তার কর্ম এলাকায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (এফএসএম) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে (সেবা প্রদানের জন্য আর্থিক/ব্যবসায়িক মডেলসহ)। পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ৯৫ এবং ৯৬ ধারা মোতাবেক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো ও সেবা পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), প্রাইভেট সেক্টর এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে পারবে (যেমন: আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে)। পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপরেখা ২ নং চিত্রে দেখানো হলো।

২. পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভা তার মাস্টার প্ল্যানে (পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ২ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত বা যা প্রস্তুত করা হচ্ছে) প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (যেমন: পরিশোধনাগার) অন্তর্ভুক্ত করবে।

৩. পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ৫৫ ধারার ২ উপধারা মোতাবেক পৌরসভা স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করবে (যদি ইতোমধ্যে কমিটি গঠন করা না হয়ে থাকে)। এই কমিটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কাজ তদারকি করবে। প্রয়োজনে এবং প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পৌরসভা একজন স্যানিটেশন বিশেষজ্ঞকে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে (পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ৫৫ ধারার ৯ উপধারা মোতাবেক)।

৪. পৌরসভা সকল সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং প্রাইভেট সেক্টরের সমন্বয়ে সকলের অংশগ্রহণ ভিত্তিক (ইনক্লুসিভ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

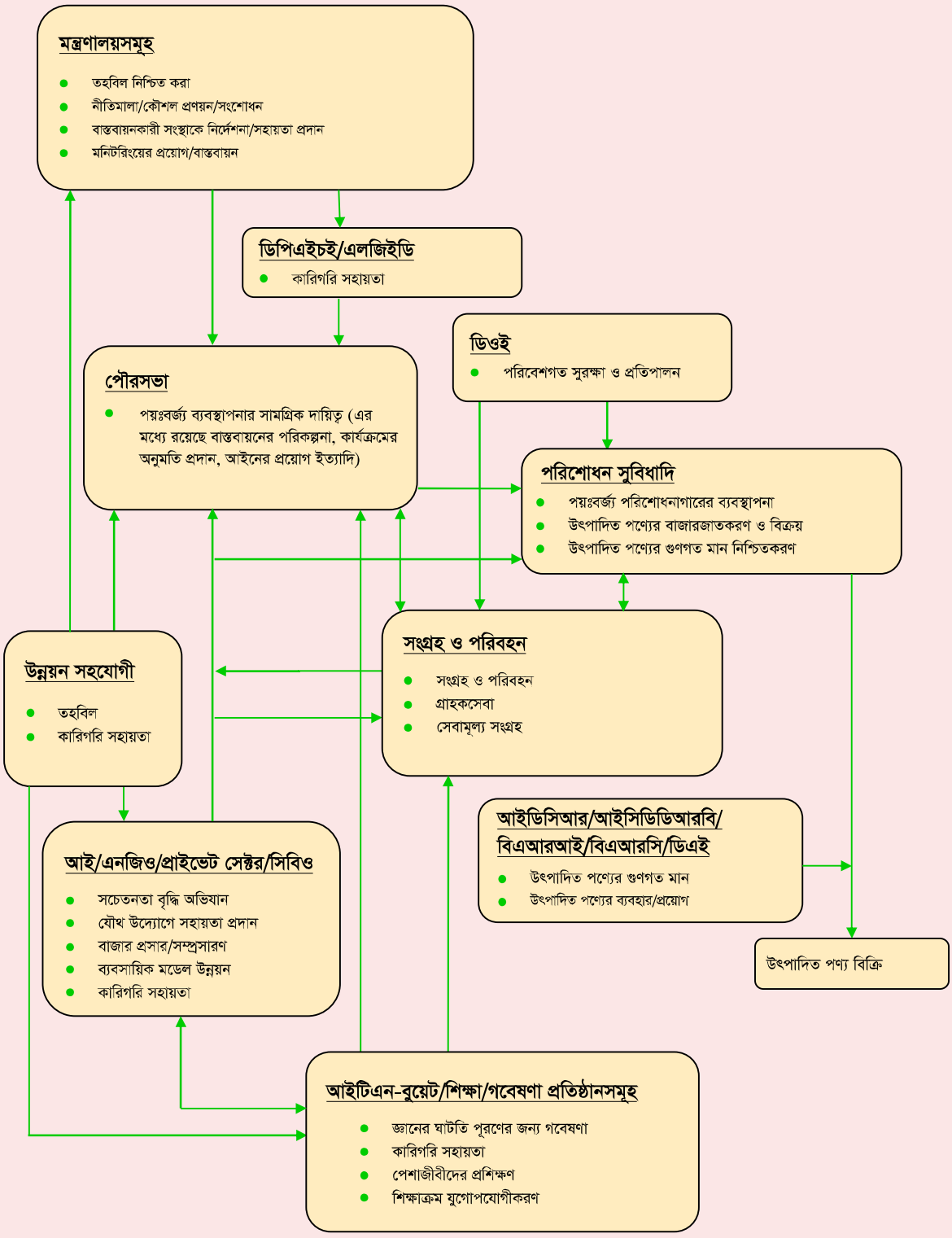

চিত্র ২: পৌরসভার পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.২: স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির এবং স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের যথাযথ নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ

নতুন নির্মাণ:

১. যখন ভবনের নকশা অনুমোদন করা হবে, তখন পৌরসভা স্যানিটেশন ব্যবস্থার (সেপটিক ট্যাংক, পিট ল্যাট্রিন) নকশা পরীক্ষা করবে এবং এর অবস্থান/বিন্যাস দেখবে (এটা নিশ্চিত করতে হবে যে সেখানে ম্যানুয়ালি/যান্ত্রিকভাবে পয়ঃবর্জ্য অপসারণের জন্য যাওয়া যাবে) [পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ২ মোতাবেক]

২. সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার (সেপটিক ট্যাংক এবং সোক পিট) নকশা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হবে। পিট ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রয়োজনীয় ভূমি আছে, সেখানে পৌরসভা দুই পিট বিশিষ্ট পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন (অথবা অন্য প্রযুক্তি)-এর ব্যবহার উৎসাহিত করবে, যা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রদান করবে।

৩. "ভবন নির্মাণ আবেদনের স্বয়ংক্রিয় অনুমোদনের" (নিবন্ধন অনুমোদনের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর) যথেচ্ছা ব্যবহার প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ/পৌরসভা প্রয়োজনীয় বিধি/প্রবিধি/উপ-আইন তৈরি করবে, যা পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ২ (ধারা ৩৫)-এ উল্লেখ করা আছে।

৪. পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ৯৫ ও ৯৬ ধারা মোতাবেক উপরে (১)-এ বর্ণিত কাজ (স্যানিটেশন ব্যবস্থার নকশা ও বিন্যাস পরীক্ষা) পরিচালনার জন্য পৌরসভা প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে (আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে) অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

বিদ্যমান/নির্মিত ভবনসমূহ

১. কোনো নতুন ভবন নির্মাণকালে অথবা পুরাতন ভবনের মেরামত কাজ চলাকালে ভবনের স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি নির্ধারিত স্থানে আছে কিনা তা পৌরসভা পরীক্ষা করবে (পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ২ মোতাবেক) এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী তা নির্মিত হচ্ছে কিনা। যদি এ ব্যাপারে কোনো বিচ্যুতি পাওয়া যায় তাহলে পৌরসভা ভবন মালিককে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী তা পুনঃনির্মাণ করার নির্দেশ দিবে।

২. পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ২ (ধারা ৪) মোতাবেক পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত যে সব ভবনে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই বা অপর্যাপ্ত রয়েছে বা যথাযথ স্থানে নেই, সেসব ভবন মালিককে স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি পুনরায় নির্মাণ করার জন্য অথবা অযাচিত স্থান থেকে সরানোর জন্য পৌরসভা নোটিশ জারি করবে।

৩. পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ৯৫ ও ৯৬ ধারা মোতাবেক পৌরসভা বিদ্যমান/নির্মিত ভবনের স্যানিটেশন ব্যবস্থাদির যাচাই বাছাইয়ের পরিদর্শন কাজ পরিচালনার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে (আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে) অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণ

১. পৌরসভা যথাযথ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে গৃহস্থালি বর্জ্য, বর্জ্যপানি এবং গৃহের স্যুয়েজ বৃষ্টির পানির ড্রেন বা নালার সঙ্গে না মিশে এবং পয়ঃবর্জ্য আবর্জনা সড়কের উপর, উন্মুক্ত স্থানে বা এ ধরনের আবর্জনা ফেলার জন্য নির্ধারিত নয়, এমন স্থানে ফেলা না হয়। এসকল কাজ পৌরসভা আইন ২০০৯-এর তফসিল ৪ (ধারা ১০, ১১, ১২, ১৩) মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২. পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ধারা ১০৮, ১০৯, ১১০ এবং ১১১ মোতাবেক পৌরসভা উপরে (১) বর্ণিত অপরাধের জন্য (তফসিল ৪ মোতাবেক) শাস্তি আরোপ করবে। পৌরসভা সকল ভবন মালিকদেরকে গৃহস্থালি বর্জ্য/বর্জ্যপানি যথাযথভাবে ডিজাইনকৃত সেপটিক ট্যাংকে ফেলার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে। সেপটিক ট্যাংক থেকে নির্গত প্রবাহ বৃষ্টির পানির ড্রেনের মাধ্যমে অপসারণ করা যেতে পারে। যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার তৈরি না হয়, ততদিন পর্যন্ত সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোনো জমিতে গর্ত করে ফেলতে হবে এবং গর্ত পয়ঃবর্জ্য দ্বারা ভরে গেলে তা মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে।

৩. পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ধারা ৯৫ এবং ৯৬ মোতাবেক স্যুয়েজ/বর্জ্যপানি/আবর্জনা অপসারণের অনৈতিক চর্চা (তফসিল ৪ মোতাবেক) চিহ্নিতকরণে পৌরসভা পরিদর্শন/জরিপকাজ পরিচালনার জন্য প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৪. ট্রেন ও নৌযান থেকে পয়ঃবর্জ্য যেন সরাসরি পরিবেশে বা পানিতে ফেলা না হয়, তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পরিকল্পনা/কর্মসূচি প্রণয়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ/পৌরসভা, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন

(১) পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহনসহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার সামগ্রিক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের কাজটি এমনভাবে করবে বা যদি অন্য কেউ করে তাদের কাজ এমনভাবে তদারক করবে, যাতে করে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের কাজটি করা হয় এবং এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কোনো স্বাস্থ্যহানি না ঘটে এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।

(২) পিট খালি করার কাজটির মধ্যে "সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য নির্ধারিত স্থানে পরিবহন করার বিষয়টি"ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পৌরসভা এটা নিশ্চিত করবে যে, সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানসমূহে পরিশোধন এবং অপসারণের জন্য পরিবহন করা হচ্ছে। সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য কখনোই কোনো উন্মুক্ত স্থানে, জলাশয়ে, নালায় বা নর্দমায় ফেলা যাবে না (যা পৌরসভা আইন ২০০৯ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ)।

(৩) পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০৮, ১০৯, ১১০ এবং ১১১ মোতবেক সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য অননুমোদিত স্থানে (যেমন: উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় বা বৃষ্টির পানি প্রবাহের ড্রেন বা নর্দমা) অপসারণের জন্য পৌরসভা শাস্তি আরোপ করতে পারবে।

(৪) পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৯৫ এবং ৯৬ মোতাবেক পৌরসভা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করতে প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত (আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে) করতে পারবে।

(৫) পয়ঃবর্জ্য খালি করার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে পৌরসভা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য খালি করার সেবা চালু করবে ও তার প্রসার ঘটাবে। ম্যানুয়াল (সনাতন) পদ্ধতিতে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (প্রচলিত নিয়মে পিট পরিষ্কারকারী/পরিচ্ছন্নতাকর্মী) যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিয়ে পৌরসভা তাদেরকে আধুনিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় অন্তর্ভুক্ত করে নিবে, যাতে করে পৌরসভা আধুনিক পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা চালু করলে বর্তমানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের কর্মসংস্থানের কোনো ক্ষতি না হয়।

(৬) পয়ঃবর্জ্য খালি করার প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি রয়েছে। এ জন্য পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য খালিকরণ সেবার জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশাবলী অনুসরণ বাধ্যতামূলক করবে। তবে, যতদিন পর্যন্ত ঐরকম স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশাবলী তৈরি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত পৌরসভায় এ সংক্রান্ত বর্তমান যে সকল নির্দেশাবলী রয়েছে তা অনুসরণ করবে।

(৭) পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ধারা ৯৮ এবং তফসিল ৩ মোতবেক পৌরসভা স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে। যদি পৌরসভায় কোনো পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা চালু থাকে এবং সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের জন্য ঐ পরিশোধন কেন্দ্রে পরিবহন করা হয় তাহলে পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহনের জন্য মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে এফএসএম সেবার সকল ধাপসমূহ (যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ থেকে পরিশোধন পর্যন্ত) বিবেচনায় রাখবে। "কর ও শুল্ক" এবং "স্বাস্থ্য, পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন" সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

(৮) অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহ থেকে যথাযথভাবে, সময়মতো এবং নিয়মিত পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য পৌরসভা তার কর্ম এলাকায় অবস্থিত স্যানিটেশন ব্যবস্থাসমূহের এবং সম্ভাব্য কতদিন পর পর তা খালি করতে হবে তার একটি তথ্যভান্ডার (ডাটাবেইজ) ক্রমান্বয়ে তৈরি করবে। কখনও যদি পৌরসভায় সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা (অর্থাৎ সংগ্রহ থেকে পরিশোধন/অপসারণ পর্যন্ত) চালু হয়, তখন সকল অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি থেকে সাময়িক এবং কার্যকরীভাবে পয়ঃবর্জ্য খালি করার কাজে এই তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করা হবে। যে সমস্ত বসতবাড়ি/প্রতিষ্ঠান পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা গ্রহণ করেছে পৌরসভা তাদেরও একটি তথ্য ভান্ডার তৈরি করবে।

উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৪: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ এবং পুনঃব্যবহার

(১) পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন, অপসারণ এবং পুনঃব্যবহারসহ সমগ্র পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। পৌরসভা এই কাজগুলো নিজে বাস্তবায়ন করবে অথবা অন্য কেউ করলে তা তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে কাজসমূহ (যেমন: নির্গত তরল বর্জ্য অপসারণ বা উৎপাদিত কম্পোস্টের গুণগতমান) বিদ্যমান নিয়ম ও নীতি মেনেই বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এতে জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

(২) যতদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্যের পরিশোধন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো নির্মিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য (যা অনসাইট স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে খালিকৃত) পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত কোনো জমি বা এলাকাতে গর্ত বা পরিখা খনন করে ফেলতে হবে এবং গর্ত বা পরিখা পূর্ণ হয়ে গেলে তা মাটি দিয়ে যথাযথভাবে ঢেকে দিতে হবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে পারে।

(৪) পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৯৫ এবং ৯৬ মোতবেক পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ এবং এর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার/বাজারজাতকরণের জন্য সেবা সংগ্রহের আওতায় প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি সংস্থাসমূহকে (আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে) নিয়োজিত করতে পারবে।

(৫) এই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উপ-অনুচ্ছেদ ৪.২.৩-এর ধারা ৭ মোতাবেক পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের ফি আলাদাভাবে অথবা পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহনের ফি-এর সাথে একত্রে ধার্য করতে পারবে।

(৬) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পৌরসভা তার বিদ্যমান নীতিমালা ও প্রবিধান মেনে পরিবেশ অধিদপ্তর ও আইইডিসিআর অথবা অন্য কোনো বিশেষায়িত জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাইতে পারবে।

(৭) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈবসার (যদি থাকে) ব্যবহার বা বাজারজাত করার লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য পৌরসভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তা চাইবে।

(৮) পরিশোধনের সর্বশেষ পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্য (কম্পোস্ট বা জৈবসার) কৃষিকাজে, জমি তৈরি বা অন্য উদ্দেশ্যে নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পৌরসভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৩: মাঠ পর্যায়ে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসরণে "পরিবেশ পুলিশ"

(১) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে যে, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সেবা চেইনে পরিবেশ সম্পর্কিত সকল আইন, প্রবিধান এবং নীতিমালাগুলো সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথভাবে অনুসরণ করছে।

(২) পরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শক্রমে যথাযথ মান/নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মাঠ পর্যায়ে আইন ও প্রবিধান, নিরাপত্তা মান এবং নীতিমালার অনুশীলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক জরিমানা আরোপ করার বিধানসহ "পরিবেশ পুলিশ" নামে একটি প্রশিক্ষিত দক্ষ বাহিনী গঠনের আইনগত বিধান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৪: দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা

(১) এই কাঠামোর অধ্যায় ৩-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, প্রশিক্ষণ, পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ও উৎপাদিত পণ্যের (সার) গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করবে।

(২) কার্যকরি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পৌরসভার জনবল কাঠামোতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ইউনিট/বিভাগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি পূরণের জন্য এবং পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট সকলের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয়সমূহ (৩ নম্বর অধ্যায়ের তালিকা মোতাবেক) ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ সহযোগিতা প্রদান করবে।

(৪) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইটিএন-বুয়েট, কারিগরি ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট/কেন্দ্রসমূহ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক গবেষণা/প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহ/ইনস্টিটিউট/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগিরা এই উদ্যোগে সহযোগিতা করবে।

(৫) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করবে ও সমন্বয় সাধন করবেন এবং পৌরসভার মধ্যে পয়ঃবর্জ্য বিষয়ক জ্ঞান/তথ্য আদান-প্রদান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৫: সচেতনতা বৃদ্ধি

(১) এই কাঠামোর অধ্যায় ৩-এ চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ) সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান, প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিষয়ে ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ (৩ নম্বর অধ্যায়ে চিহ্নিত) এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা সহায়তা প্রদান করবে।

(২) সরকারের মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ/কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনসমূহ পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার উপর জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব স্থাপনে সহায়তা করবে।

(৩) সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ, প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে আন্তর্জাতিক/দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি সহায়তার জন্য) সঙ্গে কাজ করবে।

অনুচ্ছেদ ৪.৬: কারিগরি এবং তহবিল সহায়তা

(১) পৌরসভাগুলোতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সহযোগিতা (যেমন: পরিশোধন সুবিধার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূমি) প্রদান করবে।

(২) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পৌরসভায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহুপাক্ষিক অথবা দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পৌরসভাগুলোতে কারিগরি সহযোগিতা এবং তহবিল সহায়তা দিতে পারবে।

(৩) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অবকাঠামো (যেমন: পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার) পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) মাধ্যমে সরাসরি অথবা প্রকল্প ভিত্তিক কারিগরি এবং অন্য প্রাসঙ্গিক সহায়তা দিতে পারবে।

(৪) স্থানীয় সরকার বিভাগ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন এবং পরিশোধন, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার থেকে নির্গত বর্জ্যপানি অপসারণ, পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ/মান/নির্দেশনা তৈরির এবং উৎপাদিত কম্পোস্ট বা জৈব সারের (যদি হয়) ব্যবহার ও বাজারজাতকরণে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অধ্যায় ৫

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার আর্থিক দিক

অনুচ্ছেদ ৫.১: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার খরচ

পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার মধ্যে বিভিন্ন কাজ অন্তর্ভুক্ত (যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন, অপসারণ এবং/অথবা পুনঃব্যবহার) এবং প্রতিটি কাজের সাথেই ব্যয় জড়িত রয়েছে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার অবকাঠামো যেমন: পরিশোধনাগার এবং ভ্যাকুটাগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেজন্য এই সকল অবকাঠামোর জন্য সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। অন্যসব খরচ যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফি/চার্জ থেকে মিটানো যাবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার প্রধান অবকাঠামো স্থাপনে পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করবে। একই সাথে পৌরসভা পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের জন্য ব্যবসায়িক মডেল প্রস্তুত করবে, যেখানে সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে ফি/ চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৫.২: পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার প্রস্তাবিত তহবিল প্রবাহ

এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে তহবিল প্রবাহ সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে, যাতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা টেকসই করা যায়। পৌরসভায় পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান অবস্থা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে বিদ্যমান সচেতনতার মাত্রা বিবেচনায় রেখে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার তহবিল প্রবাহের জন্য নিচের প্রস্তাবিত (চিত্র নম্বর ৩ বিবেচনা করা) ব্যবস্থা করবে।

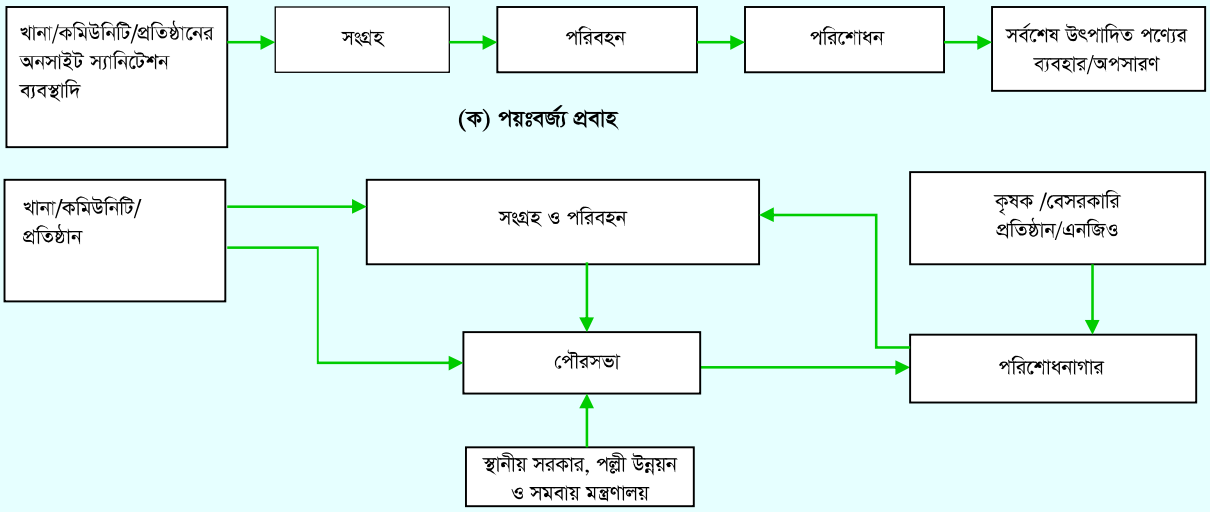

চিত্র ৩: (ক) খানা থেকে শুরু করে পরিশোধনের পর উৎপাদিত পণ্য পর্যন্ত পয়ঃবর্জ্য প্রবাহ চিত্র;
(খ) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবার বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে তহবিল প্রবাহের চিত্র

উপরোক্ত চিত্রে তহবিল প্রবাহ শুরু হয় খানা/জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠানসমূহ (সরকারি এবং বেসরকারি), যেখান থেকে পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। খানা (বসতবাড়ি)/জনগোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ দুই ভাগে বিভক্ত হবেঃ একটি অংশ হলো পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহকারী এবং পরিবহন সেবা প্রদানকারীকে প্রদেয় ফি (সেপটিক ট্যাংক বা পিট খালি করার জন্য)। অপর অংশটি হলো পৌরসভাকে প্রদেয় ফি, যা পয়ঃনিষ্কাশন ফি ও হোল্ডিং ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। যার সাহায্যে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের খরচ বহন করা হবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করার সেবা মূল্য আধারের আয়তন এর উপর ভিত্তি করে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। পয়ঃনিষ্কাশন ফি বা সেবা মূল্য পানি ব্যবহার অথবা বসত বাড়ির উপর আরোপিত করের আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা যেতে

পারে। এই ফি পৌরসভা, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করবে।

এই দুই ধারার তহবিল প্রবাহ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা গ্রহণে সহায়ক হবে; কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের স্যানিটেশন ফি-তে পুরাপুরি ভর্তুকি থাকবে/সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করা হবে এবং সরকারি তহবিল থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

পরিশোধনাগারে তহবিল স্থানান্তরের বিষয়টি উপরের তহবিল প্রবাহচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানকারীগণকে সংগৃহীত পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার পর্যন্ত বহন করার জন্য পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ থেকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এখানে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাঙ্ক্ষিত/প্রত্যাশিত আচরণকে (যেমন: পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ করে পরিশোধনাগারে ফেলা এবং বেআইনি ভাবে পয়ঃবর্জ্য ফেলার হার কমানোকে) উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক এই প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যয়ের একটি অংশ পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহের ফি-র মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সংগ্রহ করবে এবং বাকি অংশ পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনা থেকে সংগ্রহ করবে। এর ফলে, দরিদ্র খানার/পরিবারের জন্য পয়ঃবর্জ্য অপসারণ সেবা গ্রহণ করা সাধ্যের মধ্যে থাকবে, বেশি পয়ঃবর্জ্য সংগৃহীত হবে, পরিবেশের উন্নতি হবে এবং সমগ্র জনগোষ্ঠী লাভবান হবে।

পরিশোধনাগারের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার খরচ মিটানোর জন্য পৌরসভা সংগৃহীত পয়ঃনিষ্কাশন কর/সেবা মূল্যের একটি অংশ ব্যয় করবে। পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ এবং পরিবহন সেবার লাইসেন্স/পারমিট প্রাপ্তির জন্য পৌরসভা বার্ষিক ফি ধার্য করবে। পরিশোধনাগার কর্তৃপক্ষ সেখানে উৎপাদিত পণ্য (সার) বাজারজাত এবং বিক্রির কাজে নিয়োজিত বেসরকারি উদ্যোক্তা অথবা বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

তবে, প্রকৃতপক্ষে পৌরসভার বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য, বিশেষ করে বড় ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সরকারি সহায়তা প্রয়োজন হবে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে, এবং ভবিষ্যতে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা একটি লাভজনক ব্যবসা হবে। এই প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে এই কাঠামোতে তহবিল প্রবাহ প্রস্তাব করা হয়েছে।